নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে

মাসুদা সুলতানা রুমি

নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে

মাসুদা সুলতানা রুমী

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ▢ বাংলাবাজার ▢ কাটাবন

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে

মাসুদা সুলতানা রুমী

ISBN : 978-984-8808-04-7

স্বত্ব : লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম মাওলা (মনির)
আহসান পাবলিকেশন
১৯১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৫৩১২৭, ০১৯২২৭০৪২১০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০০৯
ষষ্ঠ প্রকাশ
জুন, ২০১৪
শাবান, ১৪৩৫
আষাঢ়, ১৪২১

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দিন

কম্পোজ
আহসান কম্পিউটার
ফোন : ৮৬২২১৯৫

মূল্য ঃ আটাশ টাকা মাত্র

There is relief with Every Difficulties Written by Masuda Sultana Rumi, Published by Ahsan Publication 191 Wareless Railgate Moghbazar, Dhaka, 6th Edition June, 2014 Price Tk. 28.00 Only.

AP-61

www.pathagar.com

সূচি

১. নবী-রাসূলগণ কি নিয়ে এসেছেন ॥ ৮
২. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাওয়াত ॥ ১১
৩. রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ॥ ১৪
৪. বর্তমান প্রেক্ষাপট ॥ ২৪
৫. ওহুদ যুদ্ধের শিক্ষা ॥ ২৫
৬. আখেরাতের সফলতাই আসল সফলতা ॥ ৩২

www.pathagar.com

আমার এই প্রবন্ধের শিরোনামটি কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত। সূরা আলাম নাশরাহ (আল ইনশিরাহ) র চার এবং পাঁচ নাম্বার আয়াতে পরপর দুই বার এসেছে এই কালামটি।

• ফাইন্না মা'য়াল ওসরি ইউসরা। فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

• ইন্না মায়াল ওসরি ইউসরা। إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে।"

বিপদ মুসিবতে, সংকট সংঘাতে, কষ্টের কষাঘাতে- এই আয়াত দু'টি আমার শান্তি ও শান্ত্বনার অমিয় ধারা, চৈত্রের কাঠ ফাটা রোদে শিরিন শিতল হাওয়া, দুঃখের অমারাতে স্বস্তির বাতিঘর, ছাতি ফাটা তৃষ্ণায় অলৌকিক আবে হায়াত।

জীবন তো ফুলশয্যা নয়। বিশেষ করে দায়ী ইলাল্লাহর জীবন। বিপদ মুসিবত তো আসবেই। এটাই নিয়ম। এটাই সত্য। দুইয়ে দুইয়ে যেমন চার হয় এটি তেমন সত্য।

রাসূল (সা) এর কাছে যখন প্রথম অহী নাযিল হয়, রাসূল (সা) নিজেও বিষয়টা ঠিক বুঝতে পারেননি। ভয় পেয়েছিলেন। প্রিয়তমা স্ত্রী এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক খাদিজা (রা) র কাছে কাঁপতে কাঁপতে এসে বলেছিলেন, "হে খাদিজা আমার কি হয়ে গেলো?"। খাদিজা (রা) তাঁকে বিভিন্নভাবে শান্ত্বনা দেয়ার পর তাঁকে তৎকালীন প্রখ্যাত জ্ঞান তাপস বৃদ্ধ

www.pathagar.com

ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকা ছিলেন খাদিজার চাচাত ভাই। তিনি ছিলেন ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী এবং আরবী ও ইবরানী ভাষার পণ্ডিত। রাসূল (সা) এর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা শোনার পর ওয়ারাকা বললেন, "ইনি সেই নামুস (অহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ মূসা (আ) এর ওপর নাযিল করেছিলেন। হায়! যদি আমি আপনার নব্যুয়তের যামানায় শক্তিশালী যুবক হতাম! হায় যদি তখন আমি জীবিত থাকি যখন আপনার কওম আপনাকে বের করে দেবে।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "এরা কি আমাকে বের করে দেবে?" ওয়ারাকা বললেন, "হ্যাঁ, কখনো এমনটি হয়নি, আপনি যা নিয়ে এসেছেন– কোনো ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে এবং তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। যদি আমি আপনার সেই আমলে বেঁচে থাকি তাহলে আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবো।"

জ্ঞানী ওয়ারাকা প্রাচীন ইতিহাস এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে এই মহাসত্যটি জানতে পেয়েছেন যে রাসূল (সা)-কে যে দাওয়াত এবং মিশন দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। এই পর্যন্ত যে বা যারাই এই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন তারাই অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কাউকে করাত দিয়ে দুই টুকরো করা হয়েছে। মেরে ফেলা হয়েছে। কাউকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।

তাই তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, রাসূল (সা) এবং তার অনুসারীদের উপর নির্যাতন হবে এবং দেশ থেকেও বের করে

www.pathagar.com

দেয়া হবে। এই একই অপরাধে(?) পূর্ববর্তী প্রায় সব নবীদের উপরই নির্যাতন চালানো হয়েছে। আদম (আ) আর সোলায়মান (আ) ব্যতিত কোনো নবী রাসূলই এই নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাননি। ইব্রাহীম (আ)-কে তো প্রথমে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর দেশ থেকে বের করে দেয় তৎকালীন ক্ষমতাধররা। মূসা (আ), ঈসা (আ), ইউনুস (আ)-কার উপর অত্যাচার করা হয়নি? যাকারিয়া (আ)-কে তো করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করেছে তার বিরুদ্ধবাদীরা। সেই ধারা অনুযায়ীই নির্যাতন নিপীড়ন ও অত্যাচারের ষ্টীম রোলার নেমে আসে মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের উপর।

আজও তা অব্যাহত আছে। নবী রাসূলদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব যারা পালন করতে যায় তাদের উপরই চলতে থাকে অত্যাচার আর নির্যাতন। এ যেন এক স্বতসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে কি করতে হবে তার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন মহান রাব্বুল 'আলামিন আল কুরআনের পাতায় পাতায়।

কিভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে? কিভাবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে? বিজয়ী হলে কি করতে হবে? প্রতিটি বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে কুরআন মাজিদে। আর রাসূল (সা) তার বাস্তব নমুনা দেখিয়ে গেছেন। আমরা যারা রাসূল (সা) এর উম্মত বা অনুসারী বলে দাবী করি, তাদের প্রত্যেককে আল্লাহর নির্দেশিত এবং রাসূলের প্রদর্শিত পথেই

www.pathagar.com

চলতে হবে। এটিই ঈমানের দাবী। এর মধ্যেই নিহিত দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি।

তাই প্রথমেই জানা দরকার নবী রাসূলগণ কি নিয়ে এসেছেন? কি সেই বাণী কিংবা মতাদর্শ যার জন্য কায়েমি স্বার্থবাদীরা সবাই মারমুখি হয়ে উঠলো?

• নবী রাসূলগণ কি নিয়ে এসেছেন?

প্রথম অহী নাযিল হওয়ার পর ভীত বিহ্বল রাসূল (সা)-কে খাদীজা (রা) তার চাচাত ভাই বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকা সব শোনার পর বলেন, "....কখনো এমনটি হয়নি আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা কোনো ব্যক্তি নিয়ে এসেছে এবং তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি।"

এই একই কারণে প্রত্যেক নবী রাসূলদের সাথে সমকালীন গোত্রপতি, রাষ্ট্রপতি এক কথায় ক্ষমতাধররা শত্রুতা করেছে। অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। প্রশ্ন হলো, কি সেই জিনিস কিংবা কি সেই দাওয়াত যা নিয়ে আসার কারণে সমাজের সবচেয়ে ভালো মানুষটির উপর এই নির্যাতন? প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক নবী রাসূল একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন এবং তারা সবাই ছিলেন যার যার যামানার শ্রেষ্ঠ মানুষ। সেসব নির্যাতনকারীরাও স্বীকার করতো যে এই দাওয়াত দানকারী ব্যক্তিটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে চরিত্রবান, সত্যবাদী, পরোপকারী, আমানতদার, দয়ালু– এক কথায় সবচেয়ে ভালো

www.pathagar.com

মানুষ। রাসূল (সা)-কে তারা উপাধি দিয়েছিল আল-আমীন, আস-সাদিক। অথচ রাসূল (সা)-এর দাওয়াতকে গ্রহণ তো করেই নাই বরঞ্চ এই দাওয়াতের কারণেই রাসূল (সা)-এর অতি আপনজনেরাও জানের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কার ছোট বড় সবাই তাকে সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসার চোখে দেখেছে। তিনি যা বলেছেন নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছে। যে কোনো সামাজিক সমস্যায়ও তাঁর দেয়া সমাধানকে সম্মানের সাথে মেনে নিয়েছে।

'হাজরে আসওয়াদ' স্থানান্তর করা নিয়ে কত বড় জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল কুরাইশ গোত্র। আর কত সহজেই না তাঁর সমাধান করে দিলেন বুদ্ধিমান মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। প্রত্যেকেই তা নির্দ্বিধায় মেনে নিল।

অথচ যখনই সেই বিপ্লবী দাওয়াতটি তিনি পেশ করলেন, সমস্ত সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে দাঁড়াল। তারা যেন ভুলেই গেলো– এই অতি ভদ্র সত্যবাদী পরোপকারী আমানতদার মানুষটি তাদের সামনেই জন্ম নিয়েছেন। কৈশর শৈশব যৌবন পার করেছেন। কোনো দিনই তাদের ধোঁকা দেননি। নিজের স্বার্থকে কোনো দিনই বড় করে দেখেননি। কোনো দিন তাঁর মুখে কেউ মিথ্যা উক্তি শোনেননি। আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা নিজেও কুরআনে সাক্ষী হিসেবে পেশ করে তাকে বলতে বলেছেন, "আমি তো এর আগেও তোমাদের মাঝেই জীবনের একটা অংশ অতিবাহিত করেছি। তবুও কি তোমাদের বুঝে আসে না?" (সূরা ইউনুস : ১৬০)

www.pathagar.com

না, তাদের বুঝে আসে না, আসবে না। যে দাওয়াত নিয়ে রাসূল (সা) এসেছেন, সে দাওয়াত তারা কিছুতেই মানবে না। এই একটা পয়েন্টে মুশরিক, ইহুদী, আরব, অনারবের সব বিরুদ্ধবাদীরা এক হয়েছিল। উম্মুল মুমিনিন হযরত সুফিয়া (রা) বলেন আমি আমার বাবা (ইহুদী সরদার হুয়াই) ও চাচার কাছে অন্য সব সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় ছিলাম। তারা উভয়ে সব সময় আমাকে সাথে সাথে রাখতেন। রাসূল (সা) যখন মদিনায় এসে 'কোবায়' অবস্থান করতে লাগলেন তখন আমার বাবা হুয়াই বিন আখতাব ও চাচা আবু ইয়াসার বিন আখতাব খুব ভোরে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। সূর্যাস্তের সময় ফিরে এলেন। মনে হলো, তারা খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন। তারা খুব ধীর গতিতে চলছিলেন। আমি অভ্যাস মতো মুচকি হেসে তাদের সামনে গেলাম। কিন্তু ক্লান্তির কারণে তারা আমার দিকে ভ্রুক্ষেপই করলো না। আমার চাচা আবু ইয়াসার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, "কি হে, ইনিই কি সেই (প্রতিশ্রুত নবী) ব্যক্তি?"

বাবা বললেন "হ্যাঁ।"

চাচা বললেন, "তুমি কি তাকে চিনে ফেলেছ? তুমি কি নিশ্চিত?"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ।"

চাচা জিজ্ঞেস করলেন, "এখন তাঁর সম্পর্কে তোমার মনোভাব কি?"

www.pathagar.com

বাবা বললেন, "শুধুই শত্রুতা। যতদিন বেঁচে আছি, খোদার কসম, শত্রুতাই করে যাবো।"

এই ছিলো ইহুদীদের আসল মানসিকতা, চিরাচরিত স্বভাব। অন্যান্য বিভিন্ন দিক দিয়ে শত্রুতা থাকলেও এই ক্ষেত্রে অন্যান্য মুশরিক জাতি একাত্ম ছিলো। বর্তমানেও আমরা দেখতে পাই, ইসলামের শত্রুতায় ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, মুশরিক, ধর্মনিরপেক্ষ, কায়েমি স্বার্থবাদী সবাই একাত্ম।

• লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাওয়াত

বিশ্বনবী (সা) কোনো আদর্শ কিংবা পরিকল্পনা ছাড়াই লক্ষ্যহীন আবেগের বশবর্তী হয়ে সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করেননি। বরং তার এই কাজের পেছনে ছিলো মহান রাব্বুল আলামিনের এক মহা পরিকল্পনা। সেই মহান মালিকই তিল তিল করে বিশ্বনবী মোস্তফা (সা)-কে এ পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি মুহাম্মাদ (সা)-কে তাঁর রাসূল বা বাণী বাহকের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীর প্রত্যেকের কাছে তার বাণী পৌঁছে দিতে বলেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা বলেন–

إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً.

"আমি অতিশীঘ্র তোমার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী নাযিল করবো।" (সূরা মুযযাম্মিল : ৫)

এরপর আবার বলেন–

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَاَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ.

"হে মুদ্দাসসির (কম্বল মুড়ি দিয়ে শয়নকারী)! ওঠো এবং সাবধান করে দাও। তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো, তোমার পোশাক পবিত্র রাখো, অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো।" (সূরা মুদ্দাসসির : ১-৫)

সূরা মুয্যাম্মিলে বলা হয়েছে যে, অতিশীঘ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী তার উপর নাযিল করা হবে। পরবর্তী সূরাতেই সেই গুরুত্বপূর্ণ বাণীটি নাযিল করা হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।"

এ পৃথিবীতে একজন নবীর সর্বপ্রথম কাজই এটি। অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা পৃথিবীতে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে চলছে, তাদের সবাইকে অস্বীকার করবে এবং ঘোষণা করবে, বিশ্ব জাহানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই। স্তুতি বা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই। আর কারো কোনো ক্ষমতা নেই, আইন রচিয়তা ও প্রণয়নকারীও কেউ নেই। এই বাণীর-ই ঘোষণা দেয়া হয়েছে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালেমা দিয়ে।

শাব্দিকভাবে কালেমাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত গভীর– "এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই"। ইলাহ সেই শক্তি বা সত্তাকে বলে, যার গোলামী করা

www.pathagar.com

যায়। যার জন্য নিজেকে এবং নিজের যথা সর্বস্ব অকাতরে উৎসর্গ করা যায়। যার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে উপাসনা করা হয়। যার সর্বাত্মক প্রশংসা, গুণগান, পবিত্রতা ঘোষণা ও বন্দনা করা হয়।

যার কাছে মান্নত মানে। যার কাছে সর্ব প্রকারের কল্যাণের আশা করে। যার পাকড়াওকে ভয় করে। যার কাছে সৎকাজের পুরস্কারের আশা ও অসৎকাজের শাস্তির আশঙ্কা করে। যাকে শাসক ও আইন দাতা মানে। যার আদেশ অনুযায়ী কাজ করে ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে। যার দেয় নীতিমালাকে নিজের জীবনের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে। যার হালাল ও হারামের বিধিকে বিনা বাক্য ব্যয়ে কার্যকরী করে। যাকে নিজের জন্য হেদায়েতের উৎস মনে করে। যার ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী জীবন বিধান তৈরী করে। যার প্রিয়জনদের সম্মান ও বিরোধীদের প্রত্যাখ্যান করে এবং যার সন্তুষ্টি অর্জন তার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিণত হয়। ইলাহ শব্দের মধ্যে এসব কিছু নিহিত।

ইসলাম গ্রহণের প্রথম শর্তই হলো এই কালেমার সাক্ষ্য দেয়া। যে-ই এই কালেমার সাক্ষ্য দিয়েছে, তার জীবনই আমূল পাল্টে গেছে। এক নতুন মানুষে পরিণত হয়েছে। আর বিরোধিতা করেছে তারা, যারা ইলাহর এই অধিকারগুলো মহান আল্লাহকে না দিয়ে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন জনের মধ্যে বিলি বণ্টন করেছিল। ফলে সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে অসংখ্য ইলাহ সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের কামনা বাসনা

www.pathagar.com

বংশ-বর্ণ-গোত্র, গোত্রীয় রেওয়াজ, জাতিগত ঐতিহ্য ধর্মযাজক, জমিদার, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইত্যাদি ইলাহ হয়ে জেঁকে বসেছিল।

এদের সবার উপরে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' প্রচণ্ড আঘাত হানে। এই কালেমার উচ্চারণকারী প্রকারান্তরে এই কথাই ঘোষণা করে যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব আমি মানি না। কারো রচিত আইন কানুন আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহই আমার একমাত্র অভিভাবক বস্তুত এই কালেমা হলো মানুষের গোলামী থেকে মানুষের স্বাধীনতা ঘোষণা।

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

"আমি আমার রাসূলগণকে কেবলমাত্র এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি এবং তাদের উপর কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি যাতে মানব জাতি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আল হাদীদ-২৫)

রাসূল (সা)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট ভাষায় একাধিক বার কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

"তিনিই আল্লাহ, যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থা) অন্য সকল জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করতে পারেন। চাই তা মুশরিকদের কাছে যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন।" (সূরা সফ : ৯)

আরবী ভাষী লোকেরা এসব আয়াতের অর্থ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তাই যারা ঈমান এনেছিল তারা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ্‌কে একমাত্র ইলাহ, ইসলামকে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা এবং মুহাম্মাদ (সা)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল ও একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে নিয়েছিলেন। রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি বলে ঃ 'রাদিতু বিল্লাহি রব্বা ওয়া বিল ইসলামী দ্বীনা ওয়া নাবিয়্যু, মুহাম্মাদ (সা)' সে ঈমানের স্বাদ বুঝতে পেরেছে।

আর যারা বিরোধিতা করেছিল তারাও বুঝে শুনেই বিরোধিতা করেছিল। এই আন্দোলন বিজয়ী হলে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যে খতম হয়ে যাবে এ সত্য তারা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিল। তাই তারাও বাজি রেখেই এই দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে। দাওয়াত দানকারী ও গ্রহণকারীদের উপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। আর এই বিরোধিতা তারা করেছে শুধু তাদের ব্যক্তিগত দুনিয়াবী হীন স্বার্থ চরিতার্থের জন্য।

www.pathagar.com

রাসূল (সা) বলেছিলেন "আমি যে দাওয়াত পেশ করছি, তা তোমরা গ্রহণ করে নাও কারণ তাতে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের কল্যাণ নিহিত রয়েছে"। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

ঠিক এই কথাটিই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের চাইতে শিখিয়েছেন– "রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার।"

অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ দান করো আখেরাতেও কল্যাণ দান করো। আর জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

দুনিয়ার কল্যাণের অর্থ হলো দুনিয়ার জীবনটা সর্বাঙ্গীন সুন্দর হওয়া। সমাজ ব্যবস্থা নিষ্কলুষ ও পরিচ্ছন্ন হওয়া। ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া । অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকা, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা বিরাজ করা।

রাসূল (সা) বিভিন্ন মেলা ও হজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন গোত্রের তাঁবুতে তাঁবুতে যেয়ে প্রত্যেক গোত্রপতির কাছে বলতেন, "আমাকে সাথে নিয়ে চলুন। আমাকে কাজ করার সুযোগ দিন এবং আমার সাথে সহযোগিতা করুন– যেন আমি সেই বার্তাটা জনগণের কাছে স্পষ্ট করে পেশ করতে পারি। যার জন্য আমাকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে।"

তিনি শুধু ধর্মের দাওয়াত দিতে পৃথিবীতে আসেননি। তিনি

www.pathagar.com

এসেছিলেন এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে যে, সমাজের একজন সুসজ্জিতা মহিলা সানা থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত নিরাপদে ভ্রমণ করবে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করার প্রয়োজন হবে না।

এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে যে, দেশের প্রান্তসীমায় কোনো মানুষ না খেয়ে থাকলে রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত থাকবে।

এমন একটা হৃদয়বান মানব গোষ্ঠী তৈরী করতে, যারা তাদের নিজেদের অর্থ সম্পদে গরীবের হক রয়েছে মনে করে সর্বদা সেই হক আদায়ে তৎপর থাকবে। তারা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্যও তাই পছন্দ করবে। যারা কখনো কারো উপর জুলুমবাজি করবে না, তারা নিজেরা অন্যায় করা থেকে শুধু বিরতই থাকবে না বরং অন্যায়কে প্রতিহত করবে। কত সুন্দর করেই না রাসূল (সা) বলেছেন "তোমরা মজলূমকে সাহায্য করো, জালেমকেও সাহায্য করো।" লোকেরা বললো, "মজলূমকে তো সাহায্য করবো কিন্তু জালেমকে কিভাবে সাহায্য করবো?" রাসূল (সা) বললেন, "জালেমকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখবে।"

রাসূল (সা)-এর দাওয়াতে তার চারপাশে যারা সমবেত হয়েছিলেন তাদের তিনি সুফী বা দরবেশ বানিয়ে দেননি। দুষ্কৃতি থেকে শুধু নিজেকে রক্ষা করা, বাতিল শক্তি বা ক্ষমতাধরদের ভয়ে ভীত থাকার মন মানসিকতা সৃষ্টি করেননি। তারা নির্বোধ পর্যায়ের সোজা সরল ছিলেন না আর

www.pathagar.com

নিষ্ক্রিয় পর্যায়ের দুনিয়া ত্যাগীও ছিলেন না। তারা ছিলেন নির্ভিক সচেতন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বিচক্ষণ ও কর্মঠ। তারা কর্মবিমুখ পীর বা মুরিদ ছিলেন না বরং সদা কর্মচঞ্চল সকল প্রকার সদগুণাবলী এবং যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

রাসূল (সা) এই সর্বোত্তম মানুষগুলোকে সংগঠিত করে উৎকৃষ্ট ট্রেনিং দিয়ে একটি সর্বোতকৃষ্ট জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছিলেন। তারা সংখ্যায় কম হলেও তাদের দাওয়াতী তৎপরতা ছিলো অপরিসীম। মানবতার মুক্তিই ছিলো সে দাওয়াতের মূল কথা।

এদিকে রাসূল (সা)-এর নীতিও এমন ছিলো না যে, আগে সমগ্র আরব সমাজ ইসলাম গ্রহণ করুক, তারা সব মূর্তি পূজা বাদ দিয়ে আল্লাহকে সিজদা করুক কিংবা সবার চরিত্র সংশোধন হয়ে যাক। অথবা এভাবে দাওয়াতী কাজ চলতে থাকুক তারপর একদিন "আপসে আপ" ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে।

বরং সমাজ সচেতন রাসূল (সা) ইতিহাসের এই চিরায়ত সত্যটি জানতেন। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ চিরদিনই নিষ্ক্রিয় এবং নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর ক্ষুদ্র অংশই সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকে। এর মধ্যে, একদল সংস্কার ও ভালো কাজের দাওয়াত নিয়ে মাঠে নামে, আর অপর দল তাতে বাধা দেয়। সমাজের এই দু'দলের মধ্যে চলে আসল সংঘাত। এই সংঘাতে যে দল বিজয়ী হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ নিষ্ক্রিয় দল তখন তাদের পক্ষ নেয়।

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথাটিই কুরআন মাজিদে বলেছেন–

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا.

"(হে রাসূল) যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় এসে যাবে তখন দেখবে দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করছে।" (সূরা নসর)

মক্কা বিজয়ের পরে এই চিত্রই সবাই দেখেছে। খোদ মক্কার কুরাইশ থেকে শুরু করে দূর দূরান্তের সব গোত্রপতিরা এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এর বিপরীত চিত্র দেখা গেছে ওহুদের যুদ্ধের পর। মুসলমানেরা সেই যুদ্ধে সাময়িক পরাজিত হয়েছিল মুশরিকদের কাছে। বেশ কিছু দুর্বল ঈমান সম্পন্ন ব্যক্তি ইসলাম থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকেই একদল মুনাফিক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। অনেক মুসলমান মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন–

اَوَ لَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ط قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

www.pathagar.com

"তোমাদের উপর যখন বিপদ এসে পড়লো তোমরা বলতে লাগলে, এ আবার কোথা থেকে এলো? তোমাদের এ অবস্থা কেন? অথচ (বদরের যুদ্ধে) এর দ্বিগুণ বিপদ তোমাদের মাধ্যমে তোমাদের বিরোধী পক্ষের উপর পড়েছিল। হে নবী ওদের বলে দাও, তোমরা নিজেরাই এ বিপদ এনেছো। আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। যুদ্ধের দিন তোমাদের যে ক্ষতি হয় তা ছিলো আল্লাহর হুকুমে এবং তা এজন্য ছিলো যাতে আল্লাহ দেখে নেন তোমাদের মধ্যে কে মুমিন এবং কে মুশরিক।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬৫-১৬৬)

অর্থাৎ এই জয় পরাজয় দিয়ে আল্লাহ দেখে নিতে চান কে মুমিন আর কে মুনাফিক। আল্লাহ অবশ্য পরীক্ষা করবেন। সূরা আনকাবূতে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা বলেন–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْآ اَنْ يَّقُوْلُوْآ اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝

"লোকেরা কি মনে করেছে, আমরা ঈমান এনেছি, কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ্ অবশ্যই দেখবেন (ঈমানের দাবীতে) কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।"

অন্যত্র বলেছেন–

www.pathagar.com

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ ط اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ.

"তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী (ঈমানদারগণ)। তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও দুঃখ ক্লেশের এবং তা দিয়ে তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে আসবে? জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটেই।" (সূরা আল বাকারা : ২১৪)

অনুরূপভাবে ওহুদ যুদ্ধের পর যখন মুসলমানদের উপর আবার বিপদ মুসিবতের একটি দুর্যোগপূর্ণ যুগের অবতারণা হয় তখন বলা হয়,

اَحَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনো আল্লাহ্ দেখেননি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে সবরকারী।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪২)

www.pathagar.com

প্রায় একই কথা সূরা আলে ইমরানের ১৭৯, সূরা তাওবার ১৬ এবং সূরা মুহাম্মাদের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে। এসব আয়াতের মাধ্যমে রাব্বুল আলামিন মুসলমানদের মন-মস্তিষ্কে এই সত্যটি গেঁথে দিতে চেয়েছেন যে পরীক্ষাই হচ্ছে ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করার একমাত্র মাধ্যম।

আর এই পরীক্ষা হতে পারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

"আর নিশ্চয়ই আমি ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো।" (সূরা বাকারা : ১৫৫)

অর্থাৎ পরীক্ষা আসবেই।

১. পরীক্ষা আসবে বিভিন্ন ধরনের ভয় ভীতির মাধ্যমে।

২. দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার মাধ্যমে।

৩. জান ও মালের ক্ষতির মাধ্যমে।

৪. রুজি রোজগারের রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

একটা কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, বিপদ যখন ঈমানদারের উপর আসে তখন তাকে বলা হবে পরীক্ষা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

সেই একই বিপদ যখন বে-ঈমানের উপর আসে তখন তা আসে গযব হয়ে।

বিপদ মুসিবতে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া কোনো মুমিনের আচরণ নয়। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন–

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

"আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোনো শক্তি তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্চা মুমিনদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬০)

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ج وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ ط يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"যদি আল্লাহ্ তোমাকে কোনো বিপদে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে এ বিপদ দূর করতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোনো কল্যাণ চান তাহলে তার অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান অনুগ্রহ করেন এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা ইউনুস : ১০৭)

www.pathagar.com

অর্থাৎ আল্লাহ্ যাকে বিপদে ফেলেন তাকে উদ্ধার করার কেউ নেই এবং আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তার ক্ষতি করার ক্ষমতাও কারো নেই। আর মুমিনকে পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ্ মুমিনের উপর এসব বিপদ মুসিবত নাযিল করেন। অতএব বিপদ মুসিবতে আমাদের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করতে হবে এবং ধৈর্যের সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টায় দৃঢ় থাকতে হবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট

নির্বাচনোত্তর বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের ইতিহাস থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। আর আল্লাহর বাণী এবং হাদীস থেকে নিতে হবে শান্ত্বনা।

যাপ্রিত জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নিহিত এই মহান কুরআনে এবং হাদীসেই। আমাদের এই বিপর্যয়ের কারণ বেরিয়ে আসবে এই আল কুরআন অনুসন্ধান করলেই। আসমান ও যমিনের জল-স্থলের সকল বিপদ মুসিবত মানুষের হাতের কামাই।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানদের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল ওহুদ যুদ্ধে। ঠিক বিজয়ের মুহূর্তে ধন-সম্পদের লোভ তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। নিজেদের কাজ পূর্ণরূপে শেষ করার পরিবর্তে তারা গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে শুরু করে দেন। আর তখনই বিজয়ীর বেশে পরাজয় এসে গ্রাস করে মুসলমানদের।

www.pathagar.com

ওহুদ যুদ্ধের শিক্ষা

তৃতীয় হিজরীর সাওয়াল মাসের শুরুতে মক্কার কুরাইশরা প্রায় তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে। সংখ্যায় বেশী হবার পরও অস্ত্র-শস্ত্রও তাদের কাছে ছিলো মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশী। এর উপর ছিলো তাদের বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। নবী (সা) ও অভিজ্ঞ সাহাবীগণ মদীনায় অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিরক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবার পক্ষপাতি ছিলেন, কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি এমন কতিপয় শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় অধীরভাবে প্রতিক্ষারত তরুণ সাহাবী শহরের বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারে জোর দিতে থাকেন। অবশেষে তাদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে নবী (সা) বাইরে বের হবার ফায়সালা করেন। এক হাজার সাহাবী তার সাথে বের হন। কিন্তু শওত নামক স্থানে পৌঁছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাঈ তার তিনশ' সঙ্গী নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে তার এমন আচরণে মুসলিম সেনাদলে বেশ বড় আকারের অস্থিরতা ও হতাশার সঞ্চার হয়। এমনকি বনু সালামা ও বনু হারেসার লোকেরা এত বেশী হতাশ হয়ে পড়ে যে তারা ফিরে যাবার সংকল্প প্রায় করে ফেলেছিল।

কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ী সাহাবীগণের প্রচেষ্টায় তাদের মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা দূর হয়ে যায়। এই অবশিষ্ট সাতশ' সৈন্য নিয়ে নবী (সা) সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং ওহুদ পর্বতের পাদদেশে (মদীনা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে)

www.pathagar.com

নিজের সেনাবাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যার ফলে পাহাড় থাকে তাদের পেছন দিকে এবং সামনের দিকে থাকে কুরাইশ সেনাদল। একপাশে এমন একটি গিরিপথ ছিলো যেখান থেকে আকস্মিক হামলা হবার আশঙ্কা ছিলো। সেখানে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাজের একটি বাহিনী মোতায়েন করে। তাদেরকে জোর তাকিদ দিয়ে জানিয়ে দেন "কাউকে তোমাদের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। কোনো অবস্থায় এখান থেকে সরে যাবে না। যদি তোমরা দেখো পাখিরা আমাদের গোশত ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাচ্ছে তাহলেও তোমরা নিজেদের জায়গা থেকে সরে যাবে না"। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লা ভারী থাকে। এমনকি মুশরিকদের সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তারা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিত হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু এই প্রাথমিক সাফল্যকে পূর্ণ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবার পরিবর্তে গনীমতের মাল আহরণ করার লোভ মুসলমানদের বশীভূত করে ফেলে। তারা শত্রু সেনাদের ধন-সম্পদ সংগ্রহ করতে শুরু করে।

ওদিকে যে তীরন্দাজদেরকে পেছন দিকের হেফাযতে নিযুক্ত করা হয়েছিল তারা যখন দেখতে পেলো শত্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে এবং গনিমতের মাল সংগ্রহ করা হচ্ছে তখন তারাও নিজেদের জায়গা ছেড়ে গনীমতের মালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাদেরকে নবী (সা)-এর কড়া নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বার বার বাধা দিতে থাকেন। কিন্তু মাত্র

www.pathagar.com

কয়েকজন ছাড়া কাউকে থামানো যায়নি। কাফের সেনাদলের একটি বাহিনীর কমান্ডার খালিদ ইবনে ওয়ালিদ যথা সময়ে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি নিজের বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের পেছন দিক থেকে একপাক ঘুরে এসে গিরিপথে প্রবেশ করে আক্রমণ করে বসে। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তার মাত্র কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে এ আক্রমণ সামাল দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। গিরিপথের ব্যূহ ভেদ করে খালিদ তার সেনাদল নিয়ে অকস্মাৎ মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খালিদের বাহিনীর এ আক্রমণ পলায়নপর কাফের বাহিনীর মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। তারাও পেছন ফিরে মুসলমানদের উপর একযোগে আক্রমণ করে বসে। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রের চেহারা বদলে যায়। হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার মুখোমুখি হয়ে মুসলমানরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের একটি বড় অংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়ন মুখি হয়। তবুও কয়েকজন সাহসী সৈন্য তখনও যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। এমন সময় গুজব ছড়িয়ে পড়ে 'নবী (সা) শহীদ হয়ে গেছেন। এই গুজবটি সাহাবায়ে কেরামের অবশিষ্ট বাহ্যিক জ্ঞানটুকুও বিলুপ্ত করে দেয়। এতক্ষণ যারা ময়দানে লড়ে যাচ্ছিলেন এবার তারাও হিম্মত হারা হয়ে বসে পড়েন। এ সময় নবী (সা)-এর চার পাশে ছিলেন মাত্র দশ বারোজন উৎসর্গিত প্রাণ মুজাহিদ। তিনি নিজেও আহত ছিলেন। পরিপূর্ণ পরাজয়ের আর কিছু

www.pathagar.com

বাকি ছিলো না। কিন্তু এ মুহূর্তে সাহাবীরা যখন জানতে পারলেন নবী (সা) জীবিত আছেন, কাজেই তারা সবদিক থেকে একে একে তার চারিদিকে সমবেত হতে থাকেন। তারা তাকে নিরাপদে পর্বতের উপর নিয়ে যান। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, টিকা ৯৪)

আমাদের করণীয় : এই বিপর্যয়ের পর আমাদের কি করণীয় তা অনুসন্ধান করে বের করতে হবে আল কুরআন এবং রাসূল (সা)-এর হাদীস আর তাঁর সাহাবা (রা) দের আমল থেকে। আমাদের ভরসা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার উপরে "হাসবুনাল্লাহু নিয়ামাল ওয়াকিল" উচ্চারণ করে।

আল্লাহ্ বলেন–

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ط وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى.

"নিঃসন্দেহে পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো। আর শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এতো দেবেন যে তুমি খুশি হয়ে যাবে"। (সূরা দোহা : ৪-৫)

আল্লাহ পাক আরও বলেন–

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ط وَتِلْكَ

www.pathagar.com

الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ط وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ.

"মন মরা হয়ো না। দুঃখ করো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। এখন যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে এমনি ধরনের আঘাত লেগেছে- তোমাদের বিরোধী পক্ষের গায়েও। এতো, কালের উত্থান পতন, মানুষের মধ্যে আমি এর আবর্তন করে থাকি। এ সময়ে অবস্থাটি তোমাদের উপর এজন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ্ দেখতে চান তোমাদের মধ্যে সাচ্চা মুমিন কে? আর তিনি তাদেরকেই বাছাই করে নিতে চান, যারা যথার্থ (সত্য ও ন্যায়ের) সাক্ষী হবে। কেননা জালেমদের আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯-১৪০)

সূরা আলে ইমরানের উপরোক্ত আয়াতটি যদি আমরা ঠিক মতো হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তাহলে সব সমস্যার সমাধান আর সব কষ্টের শান্ত্বনাই পেয়ে যাবো।

আল্লাহ্ পাক আমাদের মনমরা হতে, দুঃখ পেতে নিষেধ করেছেন। কারণ আসল বিজয়তো আখেরাতে।

তারপর বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বলেছেন– এতো দুঃখ পাওয়ার কি আছে? এখন তোমাদের আঘাত লেগেছে, তোমাদের বিরোধিদেরও তো এর আগে আঘাত লেগেছিল। এতো কালের উত্থান পতন.....।

আর এই পরাজয় এই জন্য আশা হয়েছে, আল্লাহ্ দেখতে চান

www.pathagar.com

তোমাদের মধ্যে কে প্রকৃত ঈমানদার? আল্লাহ্ বাছাই করে নিতে চান সত্য ও ন্যায়ের সাক্ষীদের। এই বিপর্যয়ের মাধ্যমেই সাচ্চা ঈমানদার বাছাই করা যায়। আর এটিই আল্লাহ্র নীতি–

০ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ.

"তোমরা কি মনে করে রেখেছো? তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনও আল্লাহ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪২)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ.

"এর আগে এমন অনেক নবী চলে গেছে যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে তাদের উপর যেসব বিপদ এসেছে তাতে তারা মনমরা ও হতাশ হয়নি। এ ধরনের সবরকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)

لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

www.pathagar.com

الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

"তোমাদের অবশ্যি ধন ও প্রাণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি এমন অবস্থায় তোমরা সবর ও তাকওয়ার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক।" (সূরা আলে ইমরান : ১৮৬)

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ. اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে যে– "আমরা ঈমান এনেছি এইটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তো এদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ্‌কে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে (ঈমানের দাবীতে) কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবুত : ২-৪)

তোমরা কি মনে করে রেখেছো যে তোমরা জান্নাতে চলে যাবে অথচ তোমাদের সেই অবস্থা এখন হয় নাই যা তোমাদের পূর্ববর্তী (ঈমানদার) লোকদের হয়েছিল। তাদের উপর

www.pathagar.com

কঠোরতা, কষ্ট, নির্যাতন ও দুঃখ এসেছে। তাদের কাঁপিয়ে দেয়া হয়েছে।"

অতএব চেষ্টা করেও যদি বিপদ মুসিবতকে প্রতিহত করতে না পারি তো দিশেহারা হওয়ার কিছু নেই। এতো মহান মালিকের পরীক্ষা।

এই নির্বাচনের পর আমাদেরই সমর্থক কিছু কিছু ভাইবোন খুবই মন ভাঙ্গা এবং দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছে। ক্ষোভের সাথে সমালোচনা করছে ঊর্ধ্বতন নেতাদের। আমার এই লেখাটি তাদের জন্য।

আখেরাতের সফলতাই আসল সফলতা

চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইয়াজিদের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধে সপরিবারে শহীদ হয়েছিলেন ইমাম হোসেন। সেদিন আপাতঃ দৃষ্টিতে ইয়াজিদই বিজয়ী হয়েছিল। আজ আমরা যারা মুসলমান বলে দাবী করি– সেদিন যদি আপনি সেখানে উপস্থিত থাকতেন তাহলে কার পক্ষে থাকতেন? সর্বস্ব হারানো স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজনসহ মৃত্যুপথযাত্রী ইমাম হোসেনের, না বিজয় গর্বে গর্বিত, উদ্ধত, ক্ষমতাদর্পী ইয়াজিদের?

আপনারা কে কি বলবেন জানি না, তবে আমি বলবো সেদিন যদি আমি থাকতাম তাহলে ইমাম হোসেনের সেই ক্ষুদ্র দলটিতে যার লোক সংখ্যা ছিলো সত্তরজন আমাকে দিয়ে হতো একাত্তর জন। আর বর্তমানে আমার এলাকায় যদি ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে একটা ভোট পায় ইন্‌শাআল্লাহ সে

www.pathagar.com

ভোটটি হবে আমার। কারণ আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া সবই তো আল্লাহ্‌র জন্য। আমার ভোট প্রদান তো শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। অনেকেই বলেন 'ইসলামী দলে ভোট দিয়ে শুধু শুধু ভোটটা নষ্ট করবো কেন? ইসলামী দলতো পাশ করতে পারবে না।" কি আহাম্মকি আর ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা।

ইসলামী আন্দোলন দুনিয়াতে সফল হোক চাই না হোক তাতো আমার দেখার বিষয় নয়। আমি কতখানি চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছি, আমি কতখানি পরিশ্রম করেছি, আমার নিয়ত কতটা সহীহ ছিলো তাই দেখার বিষয়।

আপাতঃ দৃষ্টিতে বিজয়ী না হলেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় না। নূহ (আ) ৯৫০ বছর তৌহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী পুত্রই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি বরং বিরোধিতা করেছে। তাই বলে তাঁর নব্যুয়তি মর্যাদা কি ব্যর্থ হয়েছে? কক্ষনো না। আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর নবীকে বলেছেন 'সবার কাছে এ দাওয়াত পৌঁছে দাও। হেদায়েত করার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র।

আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র আইনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা– তাঁর হুকুম মোতাবেক, রাসূল (সা)-এর প্রদর্শিত নীতি অনুযায়ী নির্দ্বিধায় করতে হবে। সাহাবী (রা) গণ যেভাবে করেছেন। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের আর কোনো বিকল্প নেই।

প্রচলিত সকল জীবন ব্যবস্থার উপর আল্লাহ্‌র বিধান ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তো তিনি নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন।

www.pathagar.com

এই কাজে বিজয়ী হলে তখনকার জন্য করণীয় সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ–

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

"তখন তুমি তোমার রবের হামদ সহকারে তার তাসবীহ পড়ো এবং তার কাছে মাগফিরাত চাও। অবশ্যি তিনি বড়ই তওবা কবুলকারী।" (সূরা নসর-৩)

অর্থাৎ বিজয়ের আনন্দ উৎসব না করে রবের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। কারণ মহান আল্লাহর অনুগ্রহেই বিজয় সম্ভব হয়েছে।

আর তাঁর কাছে মাগফিরাত চাওয়ার অর্থ এই কাজ করতে যেয়ে যেসব ভুলত্রুটি হয়েছে তা যেন তিনি মাফ করে দেন। কোনো মানুষের দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের মতো বড় খেদমতই হোক না কেন, তাঁর পথে যতই ত্যাগ স্বীকার করুক না কেন, তার মনে কখনো এ ধরনের চিন্তার উদয় হওয়া উচিত নয় যে তার উপর তার রবের যে হক ছিলো তা সে পুরাপুরি আদায় করে দিয়েছে। তার সব সময় মনে করা উচিত যে, তার হক আদায় করার ব্যাপারে যেসব দোষত্রুটি সে করেছে তা মাফ করে দিয়ে আল্লাহ্ যেন তার কর্ম তৎপরতাকে কবুল করে নেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা মুসলমানদের এ বিনয়, আদব ও শিষ্টাচার শেখাতে চান যে- নিজের কোনো ইবাদাত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও দ্বীনি খেদমতকে বড় মনে না করে

www.pathagar.com

নিজের সমগ্র প্রাণ শক্তি আল্লাহ্‌র পথে নিয়োজিত ও ব্যয় করার পরও আল্লাহ্‌র হক ঠিক মতো আদায় হয়নি বলে মনে করা উচিত। এভাবে যখনই তারা কোনো বিজয় লাভে সমর্থ হবে তখনই এ বিজয়কে নিজেদের কোনো কৃতিত্বের নয় বরং মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ফল মনে করবে। এজন্য গর্ব ও অহঙ্কারে মত্ত না হয়ে নিজেদের রবের সামনে দীনতার সাথে মাথা নত করে- হামদ, সানা ও তাসবীহ পড়তে এবং তওবা ও ইস্তেগফার করতে থাকবে। (তাফহীমুল কুরআন)

আবার যদি পরাজিত হয় তখনও আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করবে। এই বিপর্যয়কে আল্লাহ্‌র পরীক্ষা মনে করবে। নিজে সবর করবে অপরকে সবর করার উপদেশ দেবে। কারণ "ইন্নাল্লাহা মায়াস সবিরিন" নিশ্চয় সবরকারীদের সাথে আল্লাহ্‌ আছেন। "যারা সবর করে এবং অন্যকে সবর করার উপদেশ দেয়," দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ তাদের জন্য। আমরা তো তাঁর গোলাম– আমাদের ভরসা করতে হবে তাঁরই উপর বিপদ মুসিবতে ধৈর্যের সাথে। নারী পুরুষদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ বলেন–

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

www.pathagar.com

"তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে আর যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তাই বাকি থাকবে. যারা সবর অবলম্বন করে আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের সবচেয়ে ভালো আমলের হিসাব অনুপাতে প্রতিফল দান করবো। পুরুষ হোক মহিলা হোক, যে লোকই ভালো কাজ করবে সে যদি মুমিন হয় আমি নিশ্চয় তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন যাপন করাবো আর আখেরাতে অবশ্যই তার সবচেয়ে ভালো কাজের হিসাব অনুযায়ী বদলা দেবো। (সূরা নাহল : ৯৬-৯৭)

আহ! কি প্রাণ জুড়ানো শান্ত্বনা বাণী। কি স্পষ্ট ঘোষণা। উপরোক্ত আল্লাহ্‌র বাণীর কোনো ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আর এই উপদেশ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আরো বলেন,

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ.

"তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো কৌশল কার্যকর হতে পারে না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ্ তা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১২০)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ق وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

www.pathagar.com

"হে ঈমানদারগণ সবরের পথ অবলম্বন করো। বাতিলপন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা দেখাও। হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে থাকো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা আলে ইমরান : ২০০)

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ط وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

"তোমরা যদি প্রতিশোধ নাও তাহলে ঠিক ততটুকু নেবে যতটুকু তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। যদি তোমরা সবর করো তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা সবরকারীদের পক্ষে উত্তম। সবর অবলম্বন করো। আর তোমার এ সবর আল্লাহ্‌রই সুযোগ দানের ফল মাত্র। এদের কার্যকলাপে দুঃখ করো না। এবং এদের চক্রান্তের কারণে মনক্ষুণ্ন হয়ো না। আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ। (সূরা নাহল : ১২৬-১২৮)

সবরকারীদের গুণাবলী ও পুরস্কার সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামিন বলেন। "তাদের অবস্থা হয় এই যে নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে এবং ভালো

www.pathagar.com

দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই। অর্থাৎ এমন সব বাগান যা হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস। তারা নিজেরা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ দাদারা ও স্ত্রী সন্তানদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল হবে তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে। ফেরেশতারা সব দিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবে এবং তাদের বলবে–

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

"তোমাদের উপর শান্তি। তোমরা দুনিয়াতে যেভাবে সবর করে এসেছো তার বিনিময়ে আজ তোমরা এর অধিকারী হয়েছো কাজেই কত চমৎকার এ আখেরাতের গৃহ।" (সূরা রাদ : ২৪)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

"এ কথা সুনিশ্চিত যে, যেসব পুরুষ ও নারী মুসলিম, মুমিন হুকুমের অনুগত, সত্যবাদী, সবরকারী, আল্লাহ্‌র সামনে

www.pathagar.com

বিনত, সাদ্‌কা দানকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী এবং আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণকারী। আল্লাহ্ তাদের জন্য মাগফিরাত এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব : ৩৫)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَاتُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا.

"কাজেই আপনি আপনার রবের হুকুম সবরের সাথে পালন করুন।" (সূরা দাহর : ২৪)

মহান আল্লাহ্ যেন সবাইকে বিপদ মুসিবতে সবরের সাথে তাঁর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর দাসত্ব করার তৌফিক দান করেন। আমিন....ছুম্মা আমিন ॥

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com